ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.011.2026

বাংলাদেশে বাংলা নাট্য বিষয়ক গবেষণার প্রকৃতি

মনির হোসেন
পি এইচ. ডি. গবেষক
ইন্সিটিউট ইফ বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহি, বাংলাদেশ
monirsaju086@gmail.com

Submitted on: 12/05/2026
Accepted on: 28/06/2026

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বাংলা নাটক নিয়ে প্রথম পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন হয় ১৯৫৯ সালে। জাতীয় গুরুত্ব এবং একাডেমিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় একশোটি এমফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে সাহিত্য গবেষণার সূচনাপর্ব ১৯৫৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে সম্পন্ন প্রায় একশোর অধিক নাট্য গবেষণার অভিসন্দর্ভসমূহের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলা নাট্য গবেষণার প্রকৃতি, পরিধি এবং পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলা নাট্য গবেষণার তাত্ত্বিক প্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এবং প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে অভিসন্দর্ভ ও গ্রন্থভিত্তিক বিশ্লেষণ, তুলনামূলক পাঠ এবং আর্কাইভভিত্তিক তথ্যসমীক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের নাট্য গবেষণার বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী কার্যকরী পরিকল্পনা এবং সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নাট্য গবেষণাকে ভবিষ্যত জ্ঞানচর্চার একটি গুরত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ক্ষেত্রে পরিণত করতে সহায়ক হবে।

সূচক শব্দ: বাংলা নাটক, নাট্য গবেষণা, অভিসন্দর্ভ, এমফিল, পিএইচডি।

১. ভূমিকা

১৯৪৭ এর দেশভাগের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কেন্দ্র করে সাহিত্য গবেষণা শুরু হয় এবং বাংলা নাটক নিয়ে প্রথম পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন হয় ১৯৫৯ সালে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নাট্য গবেষণা একটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধশালী ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্যের বিবর্তন, জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ, সমকালীন সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক বিতর্কে তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নাট্য গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.011.2026

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণার ধারাবাহিকতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৭০) এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে সাহিত্য গবেষণা শুরু হয়। বিভাগোত্তর নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে নাট্য গবেষণা গুরত্ব পেতে থাকে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে নাট্য গবেষণার পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়। বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা নাট্যরীতির বিবর্তন, দেশভাগ পরবর্তী নাট্যচর্চা, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা নাট্যাঙ্গিকের পরিবর্তন, নাটক অনুবাদ এবং প্রযোজনাশৈলী ইত্যাদি বিষয় গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। মধ্যযুগের যাত্রাপালা থেকে আধুনিক নাটক, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্লাটফর্ম থেকে সমকালীন থিয়েটার, নাটকের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে অভিনয় শিল্পের প্রায়োদিক দিক ইত্যাদি গবেষণার বিষয় হিসেবে গৃহিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নাট্য গবেষণার উল্লিখিত সূচনাকাল ১৯৫৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে একশোর বেশি অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে এসব এমফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ পাঠ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের নাট্য গবেষণার প্রকৃতি, বিকাশের ধারা, প্রধান প্রবণতাসমূহ, প্রতিফলিত বৈশিষ্ট্য এবং একাডেমিক অবদান বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হলো।

২. নাট্য গবেষণার প্রকৃতি

বাংলাদেশে বাংলা নাট্য গবেষণার এমফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভসমূহ বিশ্লেষণ করে গবেষণার যেসব প্রবণতা বা প্রকৃতি নির্দিষ্ট করা গেছে সেগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

২.১. নাট্যকার-কেন্দ্রিক গবেষণা

বাংলাদেশের নাট্য গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নাট্যকার-কেন্দ্রিক গবেষণা। এই ধরণের গবেষণায় একজন নাট্যকারের সামগ্রিক নাট্যকর্ম, নাট্যভাষা, নাট্য উপাদান, বিষয়-বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষিত হয়। নাট্যকারের জীবনদর্শন, শৈল্পিকদর্শন, সমাজ ইতিহাসের সাথে তাঁর সংলাপ, ভাষার ব্যবহার, মঞ্চকৌশল এবং মৌলিক দার্শনিক অবদানকে স্বাধীনভাবে মূল্যায়ন করে থাকে।

নাট্যকার-কেন্দ্রিক গবেষণায় নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সমকালীন নাট্যধারা ও প্রভাব বিবেচনায় আনা হয়। প্রতিথযশা নাট্যকারের জীবন ও কর্মের পুনঃপাঠ এবং মূল্যায়ন মূলত নাট্যকারের জীবনদর্শন , শৈল্পিক কৌশল, ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা এবং বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাবের এক সমন্বিত বিশ্লেষণ। যেমন: গবেষক মোঃ ফরহাদ হোসেনের গবেষণাকর্ম "বাংলা নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর অবদান (২০০৭)। এই অভিসন্দর্ভে গবেষক নাট্যকার মুনীর চৌধুরী জীবন এবং তাঁর সমাজজীবনের অভিজ্ঞাতালব্ধ উপকরণকে নিজ ঐতিহ্য, সমকাল ও শিল্পচৈতন্যের আলোকে নাটক নির্মাণ প্রক্রিয়াকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। সমকালীন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের টানাপোড়েন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, পুরাণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তাঁর নাটকে ভিন্ন আঙ্গিকে চমৎকাররূপে উপস্থাপনের কৌশল অনুসন্ধান করেছেন। অভিসন্দর্ভে গবেষক মুনীর চৌধুরীর নাটকে বিধৃত জীবন ও শিল্পের স্বরূপ উৎঘাটন ও বিশ্লেষণে অগ্রণী হয়েছেন। গবেষক সামসুন নাহারের গবেষণা অভিসন্দর্ভ "সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য"(২০১৫) অভিসন্দর্ভে উৎপল দত্ত সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক জীবনবীক্ষায় আস্থাশীলতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। অতীত ও সমকাল, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং শোষিত মানুষের অধিকার, সংগ্রাম ও মর্যাদার লড়াইয়ে তিনি নাট্যসাধনার মৌল বিষয় হিসেবে গ্রহণ

করেছেন। দেশ, কাল, বর্ণ, লিঙ্গ এবং ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি সারা পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোকমানসের প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে।

এছাড়া নাট্যকার তাঁর সময়কে কীভাবে ধারন করেন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংকটে তাদের সৃজনশীল প্রতিক্রিয়া কী ছিল, নাট্যকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ঐতিহাসিক ভূমিকা গবেষণার বিবেচনা নেওয়া হয়েছে। যেমন, গবেষক জান্নাত আরা সোহেলী'র গবেষণাকর্ম "সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক: ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প"(২০২২) গবেষণাকর্মে সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটকের তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞান, ইতিহাসচেতনা ও শিল্পজ্ঞানের সামবায়িক উপস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই অভিসন্দর্ভে সৈয়দ হকের সমাজ রাজনীতি ও কালজ্ঞানের সাথে শিল্পবোধের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.২. নাট্য ইতিহাস ও বিবর্তনমূলক গবেষণা

মানুষের শিল্পরুচি, নান্দনিক বোধ এবং সৃষ্টিশীল জ্ঞানপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলা নাটকের ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে। ফলে নাটককে জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। স্বভাবত বাংলাদেশে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের উচ্চতর গবেষণায় গবেষকদের নিকট নাটকের ইতিহাস এবং বিবর্তনমূলক গবেষণা একটি অপরিহার্য ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

নাটক একটি সমাজ-সংস্কৃতি নির্ভর জ্ঞানক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি যুগের নাট্যরূপ সে সময়ের দার্শনিক চিন্তা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং নান্দনিক রুচির সাথে গভীরভাবে জড়িত। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় নাটক, রেনেসাঁস যুগের নাট্যচর্চা এবং উপনিবেশ প্রভাবিত নাটক হয়ে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক নাট্যধারার বিকাশ। এইসব ধারার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য, নাট্যকাঠামো, চরিত্র নির্মাণ ও বিষযবস্তুর পরিবর্তন নাটকের বিবর্তনকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশের নাট্য গবষণার ক্ষেত্রে বিবর্তনের এই ধারা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন লোকনাট্য থেকে শুরু করে পালাগান, কীর্তন ও আঞ্চলিক নাট্যরীতির ভেতর দিয়ে আধুনিক বাংলা নাটকের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক নাট্যরীতির বিকাশ ঘটে এবং নাট্যকার, নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যসংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াসে আধুনিক বাংলা নাটকের নান্দনিক ও বিষয়গত উৎকর্ষ অর্জিত হয়। ফলে দীর্ঘ ইতিহাস এবং রূপান্তর প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ব্যতীত বাংলা নাটকের সামগ্রিক চরিত্র অনুধাবন অসম্ভব। ফলে নাট্য গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে নাটকের ইতিহাস ও বিবর্তনমূলক গবেষণা। এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে নাট্য ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাকেন্দ্রিক বেশকিছু গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়েছে। যেমন: সুকুমার বিশ্বাসের গবেষণাকর্ম "বাংলাদেশের নাট্যচর্চা এবং নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭৩)"(১৯৮৬), গবেষক মোঃ শরিফুল ইসলামের গবেষণা "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য: বিষয় ও ভাষারীতি"(২০১৫), গবেষক মোহাম্মদ তানভীর আহমেদের গবেষণাকর্ম "বাংলা নাট্যরীতির নির্মিতি ও বাংলাদেশের নাটক (১৯৮০-২০০২)" (২০১৩) এবং রেহানা হোসনে আখতারের গবেষণাকর্ম "বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক (১৯৪৭-১৯৯০)" (২০০০) প্রভৃতি। "বাংলাদেশের নাট্যচর্চা এবং নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭৩)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভে গবেষক ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কাল পরিসর পর্যন্ত বাংলাদেশে নাটকের চর্চা, নাটক মঞ্চায়নের কালানুক্রমিক ইতিহাস প্রণয়ণের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার হাজার বছরের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃত নাটক থেকে শুরু করে উপনিবেশকালে ইউরোপীয় ধারার মঞ্চ নাটক এবং পরবর্তীতে আধুনিক নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য ও পরিবেশনরীতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এই কাল পরিসরে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর বিন্যাস-প্রতিবিন্যাস, প্রগতি-বিপ্রতীপগতি, সামন্ত, অন্ধতা, মুক্তবুদ্ধি, জটিলতা ও বহুমাত্রিকতার সম্পর্কে সজাগ থেকে নির্মোহভাবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাস ও বিবর্তনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

"বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য: বিষয় ও ভাষারীতি" এবং "বাংলা নাট্যরীতি নির্মিতি ও বাংলাদেশের নাটক (১৯৮০-২০০২)" গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাস, বিবর্তন বিকাশ, ভাষারীতির বৈচিত্র্য পরিবেশন রীতির নানামাত্রিক বৈচিত্র্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। গবেষকদ্বয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ইতিহাসের সাথে বাংলার সামাজিক মানুষের মানবিক আকাঙ্ক্ষার চিরায়ত প্রকাশ; বাংলা নাটকে ধ্বনিত হয়েছে জীবজগতের সাথে জনমানুষের সৃজনশীলতা, জাতি, ধর্ম, ভূগোল, সময় ও রাজনৈতিক সীমাকে অতিক্রম করে অসাম্প্রদায়িক জাতি রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার গীত।

"বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক (১৯৪৭-১৯৯০)" গবেষণা অভিসন্দর্ভে গবেষক রেহানা হোসনে আখতার বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটকের শিল্পরূপগত বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক নাটকের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। নাট্যকারগণ তাঁদের সৃষ্টিকর্মের সাথে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল মানবতাবাদী ধারার মেলবন্ধনের প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের ধূসর প্রান্তর থেকে প্রগতিশীল সমাজচেতনার সহজাত প্রবণতাকে তুলে এনে নাট্যকারগণ তাদের মানবকল্যাকামী মানসপ্রবণতা সহযোগে নাটক নির্মাণ করার প্রবণতাকে নির্দেশ করেছেন, যা উত্তরকালের নাট্যকারদের মানবিক চেতনায় মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে হতাশা গ্রাস করলেও বাংলা নাটক সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলো।

২.৩. নাট্যবিশ্লেষণভিত্তিক গবেষণা

সাহিত্য গবেষণার প্রধান লক্ষ্য নতুন জ্ঞান উৎপাদন এবং বিদ্যমান জ্ঞানভাণ্ডারের পুনর্মূল্যায়ন। নাটকের ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। ফলে গবেষকেরাও নাট্যকৃতির গূঢ় অর্থ, নান্দনিক কাঠামো ও দার্শনিক তাৎপর্য উন্মোচনে সচেষ্ট থাকেন। উদাহরণস্বরূপ: মোঃ জাহিদুল ইসলামের গবেষণাকর্ম "সেলিম আল দীনের নাটকের ভ্রমণ-অভিপ্রায়: শিল্প ও জীবনদর্শন" (২০১২) । এই অভিসন্দর্ভে গবেষক 'ভ্রমণ অভিপ্রায়' শব্দটি একটি প্রতীকী, নির্মিতিবদ্ধ, আত্ম আবিষ্কার বা শিকড় সন্ধানের এক গভীর রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই ভ্রমণ কখনো ঐতিহাসিক স্তরে, কখনো পুরাণ লোকজ আখ্যানের গর্ভে আবার কখনো সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের মধ্যে, ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে এই ভ্রমণ শিল্পের সীমা অতিক্রম করে সামগ্রিক জীবনবীক্ষায় রূপ নেয়। বাংলার ভূ-প্রকৃতি, তার সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত অস্তিত্ব ও আকাঙ্ক্ষার পথ নির্দেশ করে। অপরদিকে গবেষক মোঃ মোস্তফা আনোয়ারের "বাংলাদেশের নাটক: প্রয়োগ ভাবনা ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের উপযোগীতা" (২০১৬) অভিসন্দর্ভে গবেষক 'প্রয়োগ ভাবনা' এবং 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব' আলোকে বাংলাদেশের নাটকের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশের নাটকের সামাজিক বাস্তবতা, ঐতিহাসিক সংকট এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে কীভাবে নাট্যরূপ দেয়া হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৪. সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব

নাটক সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। তাই বিশ্লেষণভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে নাটকের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা নিরূপণ করা সম্ভব। উদাহরণ: গবেষক গোলাম মুরশিদের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজ সংস্কার সচেতনতার ইতিহাস এবং বাংলা নাট্যরচনায় তার প্রতিফলন (১৮৫৪-১৮৭৬)" (১৯৭৬)। অভিসন্দর্ভে গবেষক উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন যেমন: বহুবিবাহ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মতো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যে এর ব্যাপক প্রভাবকে নির্ণীত করেছেন। নাট্যকাররাও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে সমকালে সমকালীন সামাজিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন

ব্যাধিগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এবং সেগুলোর প্রতিকারের উৎস খুঁজেছেন। আবার গবেষক স্বরোচিষ সরকারের পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "বাংলা কথাসাহিত্য ও নাটকে মুসলমান লেখকদের সমাজভাবনা এবং সংস্কারচেতনা: মীর মশাররফ হোসেন থেকে আবুল হোসেন" (১৯৯১)। এই গবেষণায় গবেষক মুসলমান সমাজের ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে বাঙালি মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। উনিশ শতকের ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং রক্ষণশীলতার মধ্য থেকে বাঙালি মুসলামন সাহিত্যিকগণ নাট্যসাহিত্য এবং কথাসাহিত্যে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে পেরেছেন। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয় ছাড়াও সমাজ রাজনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতির সন্ধানে গবেষক স্বরোচিষ সরকার মুসলমান লেখকদের সাহিত্যকর্মকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। "বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা (১৯৫২-১৯৭২)"(২০০১) অভিসন্দর্ভে গবেষক সৈয়দ খালেদা জাহান ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের কবল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষের ক্রমাগত সংগ্রাম, দেশভাগ, রাজনৈতিক ঘটনা সংঘাত, মানুষের প্রতিবাদ ও সংগ্রামী চিন্তা-চেতনার সমাজ ভাবনাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানি শাসনচক্রের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণে থেকেও বিপর্যস্ত যুগ পরিবেশে নাট্যকারগণ শিল্পচর্চায় নিয়োজিত থেকেছেন। নাট্যকারগণ চারপাশের বিরুদ্ধ প্রতিবেশের বাস্তব পরিমন্ডল থেকে নাট্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং দীর্ঘসময়ের পরাধীন জাতির সংগ্রাম, ক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের বিপ্লবীচেতনার বাক-প্রতিমাকে নাট্যরূপে নির্মাণ করেছেন। এছাড়া গবেষক বায়ান্ন থেকে বাহাত্তর সময় পরিসরে রচিত নাটকে গ্রামীণ জীবন ও সমাজব্যবস্থার বহু বিচিত্র চিত্র বহুবর্ণিল ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন।

২.৫. নাট্যাকৃতি ও নান্দনিকতা ভিত্তিক গবেষণা

বাংলা নাটকের আঙ্গিক বা ফর্ম তৈরিতে অর্থাৎ নাটকের কাঠামো, সংলাপ নির্মিতি ও আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ এবং নাটকের বিশেষ মুহূর্ত নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে সত্তাগত ঐক্যসূত্রটি সন্ধান পাওয়া যায়। নাট্যগবেষণায়ও সত্তাসন্ধানের এই প্রবণতার লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ: "সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক: ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প" (২০২২) অভিসন্দর্ভে গবেষক জান্নাত আরা সোহেলী নাট্যকার সৈয়দ হকের নাট্যনির্মাণ কৌশল এবং নাট্যসৃষ্টির নান্দনিক রূপকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। সৈয়দ হক তাঁর সৃজনী প্রতিভায় নান্দনিক সব অলঙ্কার, প্রতীক, প্রবচনের মাধ্যমে কাব্যনাটককে অনন্য উচ্চতায় স্থাপন করেছেন। তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকে যেমন গ্রামীণ ও দেশজ চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ ব্যবহার এবং সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি 'নুরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকে তিনি সপ্তম-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের ব্যবহৃত ঔপনিবেশিক শব্দ ও উপমাগুলোকে অক্ষুন্ন রেখে নাটকের ভাষা নির্মাণ করেছেন। এছাড়া নাট্যকার তার কাব্যনাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বয়ন, চরিত্র নির্বাচন ও চরিত্রায়ণ কৌশলেও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

আবার, গবেষক সোলায়মান আলমের এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "মুনীর চৌধুরীর নাটক: জীবন ও শিল্প" (২০২৪)। অভিসন্দর্ভে গবেষক নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর মৌলিক নাটক, একাঙ্ক নাটক এবং অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকের নাট্যাকৃতি ও নান্দনিক শিল্পগুণের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিকমনস্ক এবং নিরীক্ষাপ্রিয় নাট্যকার মুনীর চৌধুরী সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং দেশ-কালের বিচিত্র্যমুখী সংঘাতকে তিনি স্বীয় চেতনা, নাট্যগুণ ও শিল্পদৃষ্টি সহযোগে নিপুণ দক্ষতায় নাট্যিক রূপ দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকগত নিরীক্ষায় এবং শিল্পপ্রকরণে গভীর জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যাকৃতি ও নান্দনিকতাভিত্তিক আরো গবেষণাকর্মের নমুনা হলো: শিল্পী খানমের গবেষণাকর্ম "সেলিম আল দীনের নাটকের

বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা" (২০১৬) , ফারহানা আক্তারের গবেষণাকর্ম "বাংলাদেশের নাটক; "বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রাকরণিক নিরীক্ষা" (২০০৬) এবং মোঃ ছাইদুল ইসলামের গবেষণাকর্ম "মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটক: বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ" (২০০৬) প্রভৃতি।

২.৬. **বিষয়বস্তু বিশ্লেষণভিত্তিক গবেষণা**

বাংলাদেশের নাটক কেবল একটি শিল্পমাধ্যম নয় এটি ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল। তাই নাট্যগবেষণায় নাটকের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ, তার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং রূপ ও রূপান্তরের প্রকৃতি ও প্রবণতা নির্ণয়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নাটকের বহুমাত্রিক স্বরূপের মধ্যে বিষয়বস্তু একটি মৌল রূপ যা নাটকের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। বিষয়বস্তুর মধ্যে নাট্যকারের জীবনদর্শন, সামাজিক ভাবনা এবং মানবিক অন্বেষণের রূপরেখা বিরাজমান থাকে। চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সংঘাতের অভিঘাত ও সংলাপের অন্তর্লীন সুরে বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়, যা পাঠক ও দর্শককে সমকালীন বাস্তবতার মুখোমুখী দাঁড় করায়। তাই বাংলাদেশের উচ্চতর সাহিত্য গবেষণায় নানান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সহযোগে নাটকের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণকে একটি গভীর মননশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতার সম্মোহ শিল্পভাবনাই নাটকে বহুবর্ণিল আয়োজনে উপস্থাপিত হয়। কাল-সংস্থিত সমাজবাস্তবতার আলোকে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা নাটকের অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। ফলে নাটকের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ মানেই হলো নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শিক অবস্থান, মানবিক সংকটবোধ, সমাজ-রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উৎঘাটন। এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে সম্পন্ন অভিসন্দর্ভসমূহ থেকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণকেন্দ্রিক গবেষণায় বেশ কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রবণতাগুলো যেমন: ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা, গ্রামীণ জীবন ও লোকজ উপাদানকেন্দ্রিক নাট্য বিষয়, নারীর অবস্থান ও নারীবাদী তত্ত্ব, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবনচিত্র, রাজনীতি ও শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি।

"রবীন্দ্র নাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি" (২০১৫) পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গবেষক মোঃ জমির হোসেন। রবীন্দ্র নাটকের পুরো অবয়ব জুড়ে একটা কাব্যিক অলংকার এবং প্রতীকাশ্রয়ী আবহ বিদ্যমান এবং এর অন্তর্গত ভাব ভাবনায় একটা প্রচ্ছন্ন শক্তির ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। প্রচলিত বস্তুগত নাট্যসংঘটন রবীন্দ্রচিন্তায় অনুপস্থিত। প্রত্যক্ষ রাজনীতির নির্মেদ বাস্তবতা রবীন্দ্রনাটকে নাই বললেই চলে, যা আছে তা কাব্যকথার ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবলভাবে রাজনীতি সচেতন ছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনের ঘটনাবলি তাঁকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করতো। ফলে আত্মগত উপলব্ধির ভাবপ্রবণতা মননশীল ভাষাভঙ্গিমায় তা রূপক, সাংকেতিক এবং অলংকারের প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকায় প্রকাশ পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, শারদোৎসব, চিত্রাঙ্গদা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি নাটকে রাজনীতির প্রসঙ্গ প্রকরণ অনেক পরিমাণে সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে (জমির ২০১৫: ২২১)। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিকর্মই সংস্কৃতির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্র নাটকের পরতে পরতে ভারতীয় সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'বাল্মিকীপ্রতিভা' থেকে শুরু করে সর্বশেষ নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' নাটকে ভারতীয় জাতীয় জীবনসংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "সেলিম আল দীনের নাটকে দলিত শ্রেণি" (২০১৫-১৬)। গবেষক এই অভিসন্দর্ভে নাট্যকার সেলিম আল দীনের নাটকে আবহমান বাংলার লোকায়িত জীবন ও সংস্কৃতি এবং ক্রুদ্ধ-স্পর্ধিত শোষক চরিত্রের সাথে গ্রামীণ সহজ সরল নিরন্ন মানুষের দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে তুলে

এনেছেন। বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ ও সম্প্রদায়ের দুঃখতাড়িত শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা অবলম্বন করে নাটক নির্মিত হয়েছে। নগরজীবনের ডামাডোল থেকে দূরে গ্রামীণ সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষের দ্রোহ-চেতনা, শোষক গোষ্ঠীর নিপীড়ন, লোকায়ত জীবনের ক্রুরতা ও বঞ্চনা নাটকের বিষয়ভাবনাকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

মমতাজউদদীন আহমদের নাটকে বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে এ.কে.এম রবিউল আলমের গবেষণাকর্মের শিরোনাম: "মুক্তিযুদ্ধ ও মমতাজউদদীন আহমদের নাটক" (২০১৩) এবং মোঃ আবদুল মজিদের গবেষণাকর্মের শিরোনাম: "মমতাজউদদীন আহমদ-এর নাটক: জীবনচেতনা ও শিল্পরূপ" (১৯৯৯)। গবেষকগণ তাদের গবেষণায় মমতাজউদদীন আহমদের নাটকে বাঙালি সংঘবদ্ধ আন্দোলন, প্রতিবাদ প্রতিরোধের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে বাঙালি রুখে দাঁড়াবার, দুঃশাসনচক্রের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান, স্বৈরশাসনের দাপট, গণমানুষের প্রতিরোধ-প্রতিজ্ঞার নাট্যরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন।

২.৭. লোকনাট্য ও আঞ্চলিক নাট্যরীতি গবেষণা

লোকনাট্য গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতা থেকে উদ্ভূদ এক ধরনের নাট্যরূপ, যা মৌখিক ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্কের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। অপরদিকে আঞ্চলিক নাট্যরীতি লোকনাট্যের একটি অংশ যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের ভাষা, উপভাষা, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়। প্রতিটি অঞ্চলের ইতিহাস, জীবনধারা, লোকবিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে আঞ্চলিক নাট্যরীতিগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। জারি, সারি ভাওয়াইয়া, পালা, কথানাট্য, গম্ভীরা, যাত্রা, পুতুলনাচ থেকে শুরু করে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নৃত্যগীতিময় অনুষ্ঠান প্রত্যেকটির মধ্যে নিহিত থাকে একটি সামাজিক ইতিহাস, দর্শন ও নান্দনিকতা।

মোঃ সাইদুর রহমান গবেষণাকর্মের শিরোনাম "বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা: মারমা, মণিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা" (২০১৭) অভিসন্দর্ভে গবেষক তিনটি জাতি-সংস্কৃতির মারমা, মণিপুরী এবং গারো সম্প্রদায়ের ভাষা, দর্শন, কৌম-চেতনা, কৃত্য আচার-অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে অবস্থানগত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। সমাজতাত্ত্বিক, নৃ-তাত্ত্বিক, ধর্মীয়, ভাষা, উৎসব-অনুষ্ঠান নানাবিধ বিষয় জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলার আলোচনায় তিনটি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনটি জাতি গোষ্ঠীর নাট্য পরিবেশনারীতির গঠনকাঠামো, প্রাচীন, পৌরাণিক, ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার মাধ্যম তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনটি জাতিতাত্ত্বিক নাট্য এবং নাট্যমূলক পরিবেশনার সমৃদ্ধি, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনাকে তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সাথে জাতিতাত্ত্বিক নাট্যচর্চার মেলবন্ধন এবং আত্তিকরণের দিক উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন।

মার্জিয়া আক্তারের গবেষণাকর্ম "বাংলাদেশের যাত্রা: বিবর্তনের রূপরেখা" (২০১৭) অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রার উদ্ভব, বিকাশ ও রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের যাত্রার নিবিড় পাঠের মাধ্যমে যাত্রার উৎস, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। লোকজ জীবনের সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ থেকে যাত্রার উদ্ভব এবং আবহমানকাল ধরে বাংলার সমাজ সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার প্রচলন রয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে গবেষক যাত্রাশিল্পের অতীত বর্তমানের পারস্পরিক ধারা, স্বরূপ এবং রূপান্তরের ধারাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। মোঃ শরিফুল ইসলামের "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য: বিষয় ও ভাষারীতি" (২০১৬) অভিসন্দর্ভে গবেষক বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিবর্তন, বিকাশ, নাটকের পরিবেশন রীতির নানাবিধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.011.2026

নাট্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং ভাষারীতির বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মাচার, পুরাণ, নৃগোষ্ঠীর জীবন ও তাদের চিন্তার জগতকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

সহস্রাব্দ প্রাচীন বাংলাদেশের লোকনাট্যের ইতিহাসের মধ্যে প্রোথিত আছে হাজার বছরের সামাজিক মানুষের মানবিক আকাঙ্ক্ষার চিরায়ত প্রকাশ, জনমানুষের সৃজনশীলতা, জাতি ধর্ম, ভূগোল, সময় ও রাজনৈতিক সীমাকে অতিক্রম করে অসাম্প্রদায়িক জাতি-রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণী। নাট্যশিল্পীরা তাদের নান্দনিক শিল্পচেতনা এবং সুচিন্তিত রুচিবোধের মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নৃত্য-নাট্য এবং লোকজ উপাদানকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য, আঞ্চলিক নাট্যধারা এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর নাট্যরীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক চেতনার ইতিহাসকে অনুধাবন করা সম্ভব। এই ধরনের নাট্য গবেষণা বাংলা নাটকের শিকড়ের অনুসন্ধান, বিকল্প নান্দনিক চেতনার উদঘাটন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলা লোকনাট্য এবং আঞ্চলিক নাট্যরীতির বিষয়ক আরো কিছু গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আজিম আল রাজী'র "বাংলা লোকনাট্য পালাগান: প্রকৃতি ও প্রয়োগ" (২০০২), গবেষক মোঃ কামাল উদ্দীনের গবেষণাকর্ম "চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও পরিবেশনা" (২০১৩); মোঃ আশ্রাফুল করিমের "সিলেটের চা-বাগানের প্রায় অবলুপ্ত নৃ-গোষ্ঠী শ্রমিকদের কৃত-নাট্য ও সংস্কৃতি: একটি মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষণ"(২০০৮) , মোঃ জাহিদ হোসেনের গবেষণাকর্ম "লোকনাটক বিচারগান: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য" (২০২৩) ।

২.৮. নাট্যনির্দেশনাত্মক গবেষণা

নাট্যকর্মের চূড়ান্ত মঞ্চায়ন দর্শকের চোখে একটি সম্পূর্ণ, সুসংহত শিল্পমাধ্যম হলেও এর পিছনে রয়েছে এক জটিল, স্তরবিন্যাস ও গতিশীল নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়া। তাই নাটকের অন্তর্নিহিত জীবন প্রক্রিয়াকে বুঝার এবং বিশ্লেষণের জন্য নাট্যনির্দেশাত্মক বা নাট্য নির্মাণ এবং মঞ্চায়নকেন্দ্রিক গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য ক্ষেত্র।

নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়া একটি যৌথ সৃজনশীল কর্ম, যেখানে নাট্যকারের রচনাকে নির্দেশকের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অভিনেতা, মঞ্চসজ্জা, আলো, সঙ্গীত, প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন অর্থ এবং নান্দনিক রূপ দেয়া হয়। নাট্যনির্দেশকের মঞ্চভাবনা, অভিনয়শৈলী এবং স্থান ও সময়ের ব্যবহার নাটকের অর্থ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার মঞ্চায়ন হলো নাট্য নির্মাণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ও দৃশ্যমান প্রকাশভঙ্গি, যেখানে নাটক দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। দর্শকের উপস্থিতি, দর্শকের প্রতিক্রিয়া ও গ্রহণযোগ্যতা নাটকের মঞ্চায়নের অর্থ নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। নির্দেশকের নির্দেশনা, নান্দনিক দর্শন, মঞ্চভাষা ও মঞ্চায়ন কৌশলের কারণে একই নাটক ভিন্ন সময়, ভিন্ন স্থান এবং ভিন্ন দর্শকসমাজের উপস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করতে পারে। এই পরিবর্তনশীলতা মঞ্চায়ন কেন্দ্রিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নাট্যনির্দেশাত্মক গবেষণা মূলত নাট্যপাঠ্য থেকে মঞ্চায়নের মধ্যবর্তী রূপান্তর প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের উপর গুরুত্বারোপ করে। আধুনিক নাট্য থিয়েটারে নাট্য নির্দেশকের ভূমিকা অনেক বেশি। নাটকের সামগ্রিক বিষয়কে সমন্বিত করে সুষ্ঠু সম্পাদন বা শৈল্পিক উৎকর্ষের চূড়ান্ত ধাপে নিয়ে যাওয়াই নিদের্শকের কাজ। তিনি নাটকের পাণ্ডুলিপি হৃদয়াঙ্গম করেন, প্রয়োজনবোধে নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ কৌশলে সফল ও রসোত্তীর্ণ নাটক উপহার দেন। নির্দেশকের সিদ্ধান্ত, মহড়া প্রক্রিয়া, অভিনেতা নির্মাণ কৌশল, মঞ্চসজ্জা ও আলো ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকের অর্থ কীভাবে নির্মিত হয় তাই নাট্যনির্দেশাত্মক গবেষণায় বিশ্লেষিত হয়। এছাড়া নাট্যশিল্পের সামাজিত

দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক অবস্থান ও সময়চেতনা নাট্যমঞ্চায়নে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তাও এই ধরণের গবেষণার আলোচ্য বিষয়। এই বহুমাত্রিকতা নাট্যনির্দেশাত্মক গবেষণার মৌলিক অনুন্ধান ক্ষেত্র।

মোঃ আহমেদুল কবিরের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল" (২০১৭) গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা কৌশলের রূপরেখার উপর পাশ্চাত্য নাট্য নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্রের প্রভাব অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চ-সূত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশকদের শৈল্পিক নাট্যকর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অন্বেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের খ্যাতিমান চারজন নাট্যনির্দেশকের নাট্য নির্মাণের কর্ম-কৌশলের উপর পাশ্চাত্য নাট্য নির্দেশনা পঞ্চ-সূত্রের প্রভাব, তাদের নিজস্ব নাট্য নির্মাণ বা নির্দেশনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক রূপায়ণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলা নাটকের হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যে সাথে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির পঞ্চ-সূত্রের সম্মিলন ঘটাতে চারজন নাট্য নির্দেশকের কর্ম-কৌশল, ভাবনা, নির্দেশনা পদ্ধতি, অন্যান্য কুশীলবদের ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের কার্যকারিতাও আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চা মূলত নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। শহুরে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতিমনা একদল গবেষকের গবেষণা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বাংলা প্রাচীন লোকজ নাট্যকলার বিভিন্ন উপাদানের সাথে পাশ্চাত্য নির্ভর নাট্যকলার মেলবন্ধন তৈরি হয়। পাশ্চাত্য নির্ভর নাট্যচর্চা ও জ্ঞানের সাথে পরিবেশন রীতির বিভিন্ন উপাদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের আত্তীকরনের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্য একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। এসএম ফারুক হোসাইনের গবেষণা "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা: সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা (১৯৭২-২০০০)" (১৯৯৯-২০০০) গবেষণা অভিসন্দর্ভে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি ও গ্রুপ থিয়েটার কার্যক্রম, নাট্য নির্দেশনার পদ্ধতি, প্রস্তুতি ও নির্দেশকের ভূমিকা, বিভিন্ন ধারার নির্দেশনা ও নির্দেশক, নির্দেশকের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনার সবকিছু আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক কর্মের মধ্য দিয়ে গবেষক নির্দেশকের ব্যবহারিক কৌশল অর্থাৎ বিভিন্নকালে শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের প্রয়োগগত পদ্ধতির একটি সাধারণীকৃত কর্মসূত্র উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক 'নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে নাট্য নির্দেশনার কলা-কৌশল হিসেবে পরিচিত পাঁচটি সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মোঃ আরশাদ হোসেনের "বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা: পদ্ধতি ও প্রয়োগ (১৯৭২-২০০৪)" (২০১৩), গবেষণাকর্মে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চ, মঞ্চ উপকরণ ও নাট্য নির্দেশনার ধারা তুলে ধরেছেন। তাছাড়া গবেষক বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের চারজন নাট্য নির্দেশকের কর্মপদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নাট্য-নির্দেশনা বিষয়ে এই গবেষণা নাট্যনিদের্শনাত্মক গবেষণার গুরুত্ব ও চাহিদাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পাশ্চাত্য থিয়েটারের বিকাশ লাভের পূর্বে বাংলা নাট্যনির্দেশনার কাজটি সম্পন্ন হতো পালা বা পাঁচালী ভিত্তিক পরিবেশনার মাধ্যমে। যেখানে গায়েন মূল অভিনেতার কাজটি সম্পন্ন করতেন। তিনিই পালা প্রণেতা, প্রধান অভিনেতা ও নির্দেশনার কাজটি সম্পন্ন করতেন। চারপাশে দর্শক ঘোরা খোলা মাঠকে মঞ্চ বানিয়ে নাটকের মঞ্চায়ন হতো। মধ্যযুগের পালাগান, যাত্রা, কবিগান এবং বিভিন্ন লোকনাট্যে নিজস্ব স্থাপত্যিক ভাষায় মঞ্চ তৈরি করে নাটক মঞ্চস্থ হতো। বিভিন্ন নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশনার স্থান কাল ভেদে ওস্তাদ, গুরু, অধিকারী, মাস্টার, মোশনমাস্টার নামে প্রধান অভিনেতা বা মূখ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করার রেওয়াজ প্রচলন ছিলো। ঔপনিবেশিক যুগের পাশ্চাত্য প্রসেনিয়াম মঞ্চের প্রবর্তন বাংলা নাটকে নান্দনিকতা ও প্রযুক্তিগত চিন্তার সুযোগ ঘটায়। ইস্রাফিল

আহমেদ এর "বাংলাদেশের থিয়েটারে মঞ্চ পরিকল্পনা: রীতি প্রকৃতি ও বিবর্তন (১৯৭২-২০০৩)" (২০০৮) অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার লোকজ ও গ্রামীণ উৎস থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবের আধুনিক যুগের বহুমাত্রিক মঞ্চায়ন প্রক্রিয়ার ধারা তুলে ধরা হয়েছে।

২.৯. নাট্যতত্ত্বভিত্তিক গবেষণা

বাংলাদেশের এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে নাট্যগবেষণায় তত্ত্ব ও মতবাদভিত্তিক নাট্যগবেষণার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও সুসংহত নাট্য গবেষণা অনেক কম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কামরুল হকের গবেষণাকর্মের শিরোনাম "তুলনামূলক নাট্যতত্ত্ব" (২০১২), গবেষক মোস্তফা কামালের নাট্যগবেষণা "বাংলাদেশের নাটক: প্রয়োগ ভাবনা ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের উপযোগিতা" (২০১৬) এবং মোঃ আমিরুজ্জামান এর গবেষণাকর্মের শিরোনাম "সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্র: পারিবারিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ" (২০১৪) উল্লেখযোগ্য।

৩. উপসংহার

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ পর্যালোচনা করে এটা স্পষ্ট যে, বাংলা নাট্যগবেষণা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে গবেষণার ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের নাট্য গবেষণায় নাট্য ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন, নাটকের পাঠবিশ্লেষণ, নাট্যকারের জীবনদর্শন, সমাজবাস্তবতা এবং লিঙ্গ ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যেমন গবেষণায় বৈচিত্র্য এনেছে, ঠিক তেমনি বাংলা নাটকের বহু ক্ষেত্র এখনো অনাবিষ্কৃত। নাটকে রচনায় নারীর অবদান, বাংলাদেশের গণনাট্যের আন্দোলন, বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নাট্য ঐতিহ্য এবং পথনাট্য প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলো নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। নাটকে গবেষণার পদ্ধতিতে ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। পূর্বে নাট্যগবেষণা বর্ণনাধর্মী এবং তথ্যনির্ভর হলেও বর্তমানে তাত্ত্বি কাঠামো, গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোর ব্যবহার নাট্য গবেষণাকে বৈচিত্র্যময়তা দান করেছে। উচ্চতর নাট্যগবেষণা একদিকে যেমন বৌদ্ধিক পরিসরকে সম্প্রসারিত করছে, অন্যদিকে নাট্যচর্চার ভবিষ্যত দিক নির্দেশনাও নির্ধারণ করছে।

জাতীয় সংকটের পরিচয়, আদিবাসী মৌখিক ঐতিহ্য, উপনিবেশ উত্তর নাট্যভাষা এবং দেহজ জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে সম্পাদিত অধিকাংশ গবেষণাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় না বা আন্তর্জাতিক পরিসরে পৌঁছায় না। আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় বাংলাদেশের নাট্যগবেষণার উপস্থিতিও সীমিত। বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বৈশ্বিক অঙ্গনে মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপনে নাটকের অনালোকিত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে গবেষণার যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে। গবেষণায় নতুন নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ, আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ এবং গবেষণায় আর্থিক সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারলে বাংলাদেশের নাট্যগবেষণা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নির্মাণে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করবে এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের তালিকা

- আক্তার, খাদিজা। "বাংলা নাটকের মন্মথ রায়।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।
- আক্তার, ফারহানা। "বাংলাদেশের নাটক: বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রাকরণিক নিরীক্ষা।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
- আখতার, রেহানা হোসেন। "বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নাটক (১৯৪৭-১৯৯০)।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

- আলম, এ. কে. এম. রবিউল। "মুক্তিযুদ্ধ ও মমতাজউদ্দিন আহমদের নাটক।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- আলম, সোলায়মান। "মুনীর চৌধুরীর নাটক: জীবন ও শিল্প।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৪।
- জহিরুল ইসলাম, মীর মোহাম্মদ । "বাংলাদেশের নাটকে সংগ্রামী চেতনা।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
- কবীর, মোঃ সুলায়মান। "আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক: বিষয় ও পরিচর্যা।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- জাহান, সৈয়দ খালেদা। "বাংলা নাটকে নুরুল মোমেন।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
- জামালী, মঞ্জুলিকা। "বাংলাদেশের লোকনাট্যে নারী।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- তাসমিন, শাকিলা। "রবীন্দ্র-নাটকে ঠাকুরদা চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- নুপুর, তারানা। "বুদ্ধদেব বসুর মিথ-অবলম্বী কাব্যনাটকের ভাবাদর্শ ও শৈলীবিচার।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।
- নূরী, মোঃ ইউসুফ ইকবাল। "স্বাধীনতা উত্তর নাট্য সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
- ফরিদ, মোঃ হাসান। "বাংলাদেশের কাব্যনাটক: আঙ্গিক ও বিষয়-বৈচিত্র্য।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
- বড়ুয়া, অরূপ কুমার। "রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে রাজনীতি।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
- ভৌমিক, স্মৃতি রাণী। "নাট্যকার শওকত ওসমান।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- লিপি, আমিনা আক্তার। "সেলিম আল দীনের নাটকে দেশজ নন্দন-ভাবনা: আবিষ্কার ও প্রয়োগ (১৯৮১-২০০০)।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।
- সরকার, বিদ্যুৎ। "বাংলাদেশের নাটকের নিম্নবর্গের জীবন (১৯৭২-২০০৭)।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।
- সাহা, সম্বিত। "দিনাজপুর জেলার উল্লেখযোগ্য নৃ-গোষ্ঠীর কৃত্য থিয়েটার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।" এমফিল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
- সিদ্দিকা, আয়েশা। "সেলিম আল দীনের নাটকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- হোসাইন, এস এম ফারুক। "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা: সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা (১৯৭২-২০০০)।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
- হোসেন, মোঃ কামাল। "বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যচর্চা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.011.2026

- সিদ্দিকী, মিয়া মোহাম্মদ ইনামুল হক। "উনিশ শতকের বাংলা নাটকে লোক উপাদান।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
- সুলতানা, মোছাঃ জাকিয়া। "সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্র: প্রেক্ষাপট দেশ কাল সমাজ ও পুরাণ।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- আক্তার, মাকসুদা। "উৎপল দত্তের নাটক: রাজনীতি প্রসঙ্গ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯।
- আনোয়ার, মোঃ মোস্তফা। "বাংলাদেশের নাটক: প্রয়োগ ভাবনা ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের উপযোগিতা।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।
- আনছার, মো. রুবেল। "গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- আমিরুজ্জামান, মোঃ। "সেলিম আল দীনের নাটকে নারী চরিত্র: পারিবারিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।
- আলম, মো. জাহাঙ্গীর। "সেলিম আল দীনের নাটকে দলিত শ্রেণি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।
- আহমেদ, ইস্রাফিল। "বাংলাদেশের থিয়েটার মঞ্চ পরিকল্পনা: রীতি প্রকৃতি ও বিবর্তন (১৯৭২-২০০৩)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
- আহমেদ, মোহাম্মদ তানভীর। "বাংলা নাট্যরীতি নির্মিতি ও বাংলাদেশের নাটক (১৯৮০-২০০২)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- আহমেদ, মুহাঃ মঈনউদ্দিন। "মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।
- ইব্রাহিম, নীলিমা। "সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর নাটক।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।
- ইসলাম, অঞ্জনা। "নজরুলের নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ: সংলাপ ও আখ্যানের পটভূমি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।
- ইসলাম, মোঃ ছাইদুল। "মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটক: বিষয়-বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- ইসলাম, মোহাম্মদ জাহিদুল। "সেলিম আল দীনের নাটকে ভ্রমণ-অভিপ্রায়: শিল্প ও জীবনদর্শন।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
- ইসলাম, মোঃ সাইফুল। "রবীন্দ্রনাথের নাটক: চেতনালোক ও শিল্পরূপ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
- ইসলাম, মোঃ শরিফুল। "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাটক: বিষয় ও ভাষারীতি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।
- ইসলাম, মোঃ ছাইদুল। "সেলিম আল দীনের নাটক: সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণকলা।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।
- ইসলাম, মীর মোহাম্মদ জহিরুল। "বাংলা নাটকের পুরাণের রূপ-রপান্তর (১৯৪৭-২০১৫)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।

- ইসলাম, মোঃ শরিফুল । "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য: বিষয় ও ভাষারীতি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬ ।
- উদ্দীন, মোঃ বোরহান। বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ (১৯৭১-২০০০)। পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- উদ্দীন, মোঃ আফসার। "মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যের আলোচক বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর নাট্য।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
- উদ্দীন, মোঃ কামাল । "চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও পরিবেশনা।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- করিম, মোঃ আশ্রাফুল। "সিলেটের চা বাগানের প্রায় অবলুপ্ত নৃ-গোষ্ঠীর কৃত-নাট্য ও সংস্কৃতি: একটি মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষণ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
- কবির, মোঃ আহমেদুল। "নাট্য নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনার-কৌশল।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭ ।
- কবির, মোঃ সোলায়মান। "বাংলাদেশের নাটকে নারীজীবন: ১৯৭১-২০০৫।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
- খান, ফেরদৌসি। "উনিশ শতকের বাংলা নাটকের সমাজ জিজ্ঞাসা।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ ।
- খান, মোঃ কামালউদ্দিন। "আধুনিক বাংলা বর্ণনামূলক নাটক: রচনা ও নির্দেশনাশৈলী।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।
- খান, মোঃ হারুন অর রশিদ। "বাংলাদেশের পুতুল নাট্য: বিষয় ও আঙ্গিক।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ ।
- শিল্পী খানম। "সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬ ।
- চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী। "রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮।
- ছন্দা, মোছা: শামীম আরা। "আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক: বিষয় ও আঙ্গিক।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।
- জাকারিয়া, মোঃ হাবিব। "নাট্যকার সেলিম আল দীনের নন্দনচর্চা: বিষয় ও শিল্পপ্রকরণ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।
- জাহান, সৈয়দা খালেদা। বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা (১৯৫২-১৯৭২)। পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
- জাহাবারী, এ.কে.এম.। "বাংলাদেশের পাঁচালী নাট্যে বাংলা কৃষি প্রসঙ্গ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
- জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ । "সেলিম আল দীনের নাটকে ভ্রমণ-অভিপ্রায়: শিল্প ও জীবনদর্শন।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- নাহার, সামসুন। "সমকালীন বাংলা নাট্যধারায় উৎপল দত্তের নাটকের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.011.2026

- বারী, আহমেদুল। "রবীন্দ্র-নাট্যে নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্বরূপ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।
- মজিদ, মোঃ আবদুল। "মমতাজউদদীন আহমদ-এর নাটক: জীবনচেতনা ও শিল্পরূপ।" এমফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
- মুরশিদ, গোলাম। "উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজ সংস্কার সচেতনতার ইতিহাস এবং বাংলা নাট্যরচনায় তার প্রতিফলন (১৮৫৪-১৮৭৬)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬।
- বড়ুয়া, অরূপ কুমার। "রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।
- বেগম, হোসনে আরা। "বাংলাদেশের নাটক: বিষয় চেতনা (১৯৪৭-১৯৮২)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ ।
- রহমান, মুহম্মদ জিল্লুর। "স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকে ইতিহাস প্রসঙ্গ (১৯৭২-২০০৫)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
- রহমান, মোঃ আতাউর। "বাংলাদেশের নাটক: বিষয় ও নির্মাণশৈলী (১৯৭১-২০০০)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- রহমান, মুহাঃ মুস্তাফিজুর। "শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণ: প্রসঙ্গ নাট্য উপাদান (পাশ্চাত্য মত অনুযায়ী)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
- রহমান, মোঃ সাইদুর। "বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক নাট্যকলা: মারমা, মণিপুরী ও গারো নাট্য-নিরীক্ষা।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭ ।
- রাজা, এ কে এম মাসুদ। "স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা (১৯৭২-২০০০)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
- সরকার, স্বরোচিষ। "বাংলা কথাসাহিত্য ও নাটকে মুসলমান লেখকদের সমাজভাবনা এবং সংস্কারচেতনা: মীর মশাররফ হোসেন থেকে আবুল ফজল।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১।
- সরকার, শিখা। "বাংলা নাটকে সমকালীন জীবন (১৯৪৭-১৯৯০)।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
- সরকার, শাহাদাৎ উল্লাহ। "ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের বিনির্মাণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সেলিম আল দীনের স্বকীয়তা অনুসন্ধান।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।
- সিদ্দিকী, মিয়া মোহাম্মদ ইনামুল হক। "অমৃতলাল বসুর নাটক ও প্রহসনে লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- সুলতানা, আইরিন। "বাংলাদেশের উন্নয়ন থিয়েটার চর্চায় ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যের প্রয়োগ: একটি বিষয় ও আঙ্গিকগত পর্যবেক্ষণ।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- সোহেলী, জান্নাত আরা। "সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক: ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২।
- হক, মোঃ কামরুল। "তুলনামূলক নাট্যতত্ত্ব।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- হাসান, শেখ মেহেদী। "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় নৃত্য: রূপ-বৈচিত্র্য ও বিষয়-বৈভব।" পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

- হিলালী, মোছাঃ মাহফুজা সুলতানা। “রবীন্দ্র নাট্যে নারী।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
- হোসাইন, মোঃ সাদ্দাম। “বাংলাদেশের নাটকে সংলাপ নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রবণতা এবং ভাষাপ্রসঙ্গ।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৩।
- হোসাইন, এম.এম. ফারুক। “উন্নয়ন নাট্যের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও শিল্পভাবনার গণমুখী প্রয়োগ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৮০-২০০৩)।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।
- হোসেন, এ. এস এম. দেলোয়ার। “বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।
- হোসেন, মোঃ আরশাদ। “বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা: পদ্ধতি ও প্রয়োগ।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- হোসেন, মোঃ জমির। “রবীন্দ্রনাটকে ঐতিহ্যচেতনা ও সমাজভাবনা।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ ।
- হোসেন, মোঃ জাহাঙ্গীর। “বাংলাদেশের লোকনাট্য: ঐতিহ্য ও আধুনিকতা।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।
- হোসেন, মোঃ ফরহাদ। “বাংলা নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর অবদান।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
- হোসেন, লিয়াকত। “বাংলাদেশের নাটক: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (১৯৪৭-১৯৭০)।” পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

গ্রন্থপঞ্জি

- আহমদ, বুলবুল। *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর নাট্য।* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
- আহমেদ, সৈয়দ জামিল। *হাজার বছরের বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা।* ঢাকা: বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫।
- আহসান, মোস্তফা তারিকুল। *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য।* ঢাকা: কবি প্রকাশনী, ২০১৭।
- ইব্রাহিম, নীলিমা। *বাংলা নাটক উৎস ও ধারা*। ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৭২।
- কায়সার, শান্তনু। *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৮।
- কুণ্ডু, মণীন্দ্রলাল। *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০০।
- ঘোষ, অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স, ১৯৯৯।
- ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯১।
- চৌধুরী, রাহমান। *রাজনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭।
- জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
- দীন, সেলিম আল। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬।
- বসু, বিষ্ণু। *রাজনীতি নাটকে, রাজনীতি থিয়েটারে*। কলকাতা: প্রতীক, ১৯৯০।
- বুলবুল, আজাদ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, অষ্টম সংস্করণ। ঢাকা: মিজান পাবিলিশার্স, ২০০৫।

- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
- মামুন, মুনতাসির। *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*। ঢাকা: সুবর্ণ, ১৯৮৬।
- মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার (সম্পা.)। *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৯৪।
- মুরশিদ, গোলাম। *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।
- মুরশিদ গোলাম। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬।
- মোজাহার, সেলিম। *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।
- মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৭৩।
- রহমান, লুৎফর। *নৃগোষ্ঠী নাট্য: গারো*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।
- সাহা, কণিকা। *আধুনিক বাংলা কাবনাট্য: উদ্ভব ও বিকাশ*। কলকাতা: সাহিত্যলোক প্রকাশনী, ১৯৯৪।
- সিকদার, অশ্রুকুমার। *রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*। কলকাতা: গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
- সিংহ, রণজিৎ। *বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৪।
- সুর, অতুল। *বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৪।
- সেন, চন্দন। *নাটক সৃজন: নাট্যচর্চা*। কলকাতা: প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪।
- সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। *মিথ পুরাণের ভাঙ্গাগড়া*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১।
- হক, মোঃ জাকিরুল। *দুই বাংলার নাটকের প্রতিবাদী চেতনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭।
- হানাফী, জাফার আহমদ। *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*। ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৩।
- হারুন, রশীদ। *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪।
- হাসান, অনুপম। *বাংলাদেশের কাব্যনাটক: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০।
- হালদার, গোপাল। *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*। ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৩।